## সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সাথে একটি দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। জাতির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সাথে সুপরিচিত মানবগোষ্ঠীই জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হতে অনুপ্রাণিত বোধ করে। সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি জাতির ইতিহাস, সভ্যতা এবং জাতীয় চরিত্র ও পরিচিতি প্রতিফলিত হয়। সংস্কৃতি বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় সাংস্কৃতিক অবকাঠামো ও কর্মকান্ড দ্বারা। বিশ্ব সংস্কৃতির উন্নয়ন গতিধারার সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন অবকাঠামো সৃষ্টি জোরদার করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, বাংলা একাডেমী, জাতীয় যাদুঘর, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, নজরুল ইন্সটিটিউট, লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, কপিরাইট অফিস, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং রাংগামাটি, বান্দরবন ও বিরিশিরি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউটসমূহ সারা দেশে

সাংস্কৃতিক উন্নয়নের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচিতির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সমঝোতার লক্ষ্যে বিশ্বের ৩৯টি দেশের সাথে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে। সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমের আওতায় আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল, ছাত্র, শিক্ষাবিদ, পন্ডিতগণ, সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের বিনিময় সফর কার্যকর হচ্ছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর আমাদের সংগীত, নৃত্যশিল্প, চিত্রকর্ম, হস্তশিল্প ও পুস্তক প্রদর্শনীর কার্যক্রম গতিশীল করা হয়েছে।

নাটক, সংগীত ও নৃত্যকলার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সরকার জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণ, জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ শিল্পের পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর এক মাসব্যাপী লোকশিল্প মেলা কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। উপজাতীয় সংস্কৃতির লালন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজশাহী বিভাগীয় শহরে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমী, খাগড়াছড়ি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট ও মৌলভীবাজারে মনিপুরী ললিতকলা একাডেমীর উন্নয়ন কর্মসূচি ইতোমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। রাংগামাটিতে উপজাতীয় যাদুঘর-কাম-লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়েছে। বান্দরবন উপজাতীয় ইনষ্টিটিউট স্থাপন (২য় পর্যায়)-এর উন্নয়ন কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। রাজবাড়ীতে ফাইন ও পারফর্মিং আর্টের উপর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের ১ম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। জেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক অবকাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৮টি জেলায় শিল্পকলা একাডেমী উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

উচ্চ শিক্ষা, সাহিত্য ও লোক গাঁথা উন্নয়নে বাংলা একাডেমী বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেছে এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন বই মেলার আয়োজন করেছে। লাইব্রেরী সার্ভিস উন্নয়নের জন্য বেসরকারি গ্রন্থাগার/পাঠাগারসমূহের একটি সম্প্রসারিত নেট ওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। দেশব্যাপী জনগনের পাঠ চর্চা বৃদ্ধি, শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে এর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় গ্রন্থাগারসমূহ- কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার, বিভাগীয় ও জেলা সদরে গ্রন্থাগার ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এ উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছে। নবগঠিত বিভাগীয় সদর সিলেট ও বরিশালে দুইটি বিভাগীয় পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

জাতীয় গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাস ও স্থাপত্যকীর্তিসমূহ রক্ষার্থে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এবং জাতীয় যাদুঘর নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পাহাড়পুরের বৃহত্তম বৌদ্ধমন্দির ও বাগেরহাটের ঐতিহাসিক ষাট গম্বুজ মসজিদ সংস্কার কর্মসূচি (৩য় পর্যায়) জুন ২০০২-এ সমাপ্ত হয়েছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের সৃষ্টি কর্ম রক্ষার্থে ময়মনসিংহে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন মিউজিয়াম স্থাপন কর্মসূচি রয়েছে। নারী জাগরণের অগ্রপথিক বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-এর স্মৃতিকে চিরজাগ্রত করে রাখার লক্ষ্যে তাঁর জন্ম ভিটা রংপুরের পায়রাবন্দে ‘‘বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র স্থাপন’’ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া দেশব্যাপী চারু শিল্পকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ভ্রাম্যমান চারুকলা প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে।

সংস্কৃতি খাতের উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ২০০৩-২০০৫ সালের ত্রি-বার্ষিক আবর্তক কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য হারে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে এবং ২০০২-২০০৩ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ২৮টি প্রকল্পের জন্য ৪৮.৩২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ২০০২-২০০৩ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এ মন্ত্রণালয়ের মোট ৫৮টি প্রকল্পের জন্য ১২০.৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

১৯৯১-৯২ সাল থেকে ২০০২-২০০৩ সাল পর্যন্ত সংস্কৃতি উপ-খাতের প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বছর ওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা, বরাদ্দ ও ব্যয়ের একটি চিত্র নিম্ন সারণিতে দেখানো হলঃ

## সারণি ১২.১১ ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

| বৎসর | সংশোধিত এডিপিতে বিনিয়োগও কারিগরি প্রকল্প সংখ্যা | সংশোধিত এ.ডি.পি | | সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প সংখ্যা | সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| | | বরাদ্দ | প্রকৃত ব্যয় | | |
| ১৯৯১-৯২ | ১৪টি | ৯২১.৪৯ | ৭৯৭.৬৫ | -- | -- |
| ১৯৯২-৯৩ | ১৯টি | ১১৭৯.৭৪ | ৯৪৬.৭৬ | -- | -- |
| ১৯৯৩-৯৪ | ২২টি | ১৫৩৯.৯৫ | ১২২৭.৯৫ | ১ | ১ |
| ১৯৯৪-৯৫ | ২৩টি | ২৫০০.০০ | ২৪১৩.৪৯ | ৮ | ৭ |
| ১৯৯৫-৯৬ | ২২টি | ১২৪৪.০০ | ১২৯২.৪৭ | ৪ | ১ |
| ১৯৯৬-৯৭ | ২৯টি | ২২২৬.০০ | ১৯৯৫.১০ | ৮ | ৬ |
| ১৯৯৭-৯৮ | ৪১টি | ১৬৫৬.০০ | ১৫৫৬.২৪ | ১ | ৩ |
| ১৯৯৮-৯৯ | ৩৮টি | ২২৪৬.০০ | ১৬৮৫.০০ | ২ | -- |
| ১৯৯৯-২০০০ | ৪০টি | ৩৭১৫.০০ | ৩৫৫২.২৪ | ১২ | ২ |
| ২০০০-২০০১ | ৩৮টি | ৪৬৫৯.৫৭ | ৪৫০৫.৭২ | ১২ | ২ |
| ২০০১-২০০২ | ৪২টি | ৩৫০৬.০১ | ৩১৯৬.৫০ | ১৩ | ৪ |
| ২০০২-২০০৩ | ২৮টি | ৮৪৩২.৬৯* | ৭৬৬.৬৭** | ৭ | -- |

**উৎস ঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।**

***  এডিপি'র বরাদ্দ দেখান হয়েছে।  ** জানুয়ারি পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় দেখান হয়েছে।**